মাটির কথা

তারিখঃ ফেব্রুয়ারি ২৬, ২০১৮
ইস্যুঃ ১

মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, কৃষি মন্ত্রণালয়, কৃষি খামার সড়ক, ঢাকা-১২১৫।
যোগাযোগঃ +৮৮০-২-৯১১৩৩৬৩; ওয়েবসাইটঃ www.srdi.gov.bd, ইমেইলঃ info@srdi.gov.bd

সম্পাদক
ড. মোঃ মকবুল হোসেন

সহ-সম্পাদক
বিধান কুমার ভান্ডার
ড. মোঃ তৈয়বুর রহমান
ড. গাজী মোঃ জয়নাল আবেদীন

নিবাহী সম্পাদক
ড. মোঃ আবদুল বারী

প্রকাশনায়
মুহাম্মদ রুহুল ইসলাম

সূচি

বাণী
সিনিয়র সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়

বাণী
পরিচালক, এসআরডিআই

বিশ্ব মৃত্তিকা দিবস উদযাপন

বেড়ে যাচ্ছে মৃত্তিকার অম্লত্ব

মাটিতে জৈব পদার্থের ঘাটতি পূরণে পোল্টি ম্যানিওর

মাটিতে বোরণের ঘাটতি

মান সম্পন্ন সার ও এসআরডিআই-এর সেবা

তুলা উপযোগী এলাকা

অন্যান্য সংবাদ

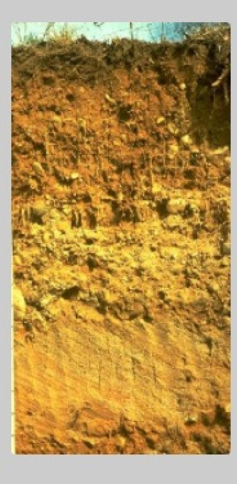

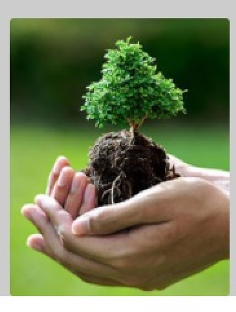

বাংলাদেশের মাটি সম্পর্কিত নানা বিষয় নিয়ে মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট 'মাটির কথা' নামে একটি নিয়মিত নিউজলেটার প্রকাশ করতে যাচ্ছে। বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার খাদ্যচাহিদা মেটানোর জন্য কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হবে। প্রতিবছর আমাদের কৃষি জমির পরিমাণ দিন দিন কমে যাচ্ছে। কিন্তু মাটি বিষয়ে আমাদের সচেতনতার অভাব রয়েছে। তাই স্বল্প পরিমাণ জমি থেকে অধিক ফসল উৎপাদন করা এখন আমাদের অন্যতম চ্যালেঞ্জ। আশা করি 'মাটির কথা' এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। 'মাটির কথা'র প্রথম প্রকাশকালে সকলের শুভ কামনা রইল।

মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ্
সিনিয়র সচিব
কৃষি মন্ত্রণালয়

মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়নে গবেষণা, সারা দেশের মৃত্তিকার গুণাগুণ বিশ্লেষণ, ফসল উপযোগীতা, উর্বরতা, প্রতিবন্ধকতা, মাটির স্বাস্থ্য রক্ষা করে চাষাবাদের প্রযুক্তি উদ্ভাবনসহ এ সম্পর্কিত নানা বিষয়ে মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউটের মাঠ ও গবেষণাগারের বিজ্ঞানীরা নিরন্তর কাজ করে চলেছে। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরসহ নানাবিধ মাধ্যমে মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউটের উদ্ভাবিত প্রযুক্তি ও তথ্য কৃষকের কছে গেলেও প্রতিষ্ঠানের নিয়মিত কাজ এবং নতুন তথ্য ও প্রযুক্তি নিয়মিত প্রকাশের জন্য একটি মুখপাত্র বা নিউজলেটারের অভাব ছিলো। বিজ্ঞানীদের ঐকান্তিক ইচ্ছা ও প্রচেস্টায় 'মাটির কথা' নামে নিউজ লেটার প্রকাশের উদ্দ্যোগ এ আভাব পুরন করলো। আশা করি এটি একটি নিয়মিত প্রকাশনা হিসেবে উত্তর উত্তর শ্রী বৃদ্ধি করে চলবে এবং মৃত্তিকার যত্নে সচেতনতা বৃদ্ধি, দেশের মৃত্তিকা সম্পদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও গবেষণার ফল দ্রুত মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়ে কৃষি উন্নয়নে বিশেষ অবদান রাখবে।

ড. মোঃ মকবুল হোসেন
পরিচালক
মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট

বিশ্ব মৃত্তিকা দিবস উদযাপন

গত ৫ ডিসেম্বর ছিল বিশ্ব মৃত্তিকা দিবস। যথাযোগ্য মর্যাদায় সারা বিশ্ব দিনটি বিশেষ তাৎপর্যের সাথে পালিত হয়। এ বছর বিশ্ব মৃত্তিকা দিবসের প্রতিপাদ্য ছিল 'Caring for the Planet, Starts from the Ground'। প্র্যাকটিক্যাল এ্যাকশন বাংলাদেশের সহযোগিতায় মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট দিনব্যাপী নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে দিনটি উদযাপন করে। র‍্যালি, সেমিনার, সয়েল কেয়ার এ্যাওয়ার্ড, আলোচনা সভা প্রভৃতি অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এসআরডিআই-এর প্রধান কার্যালয়সহ দেশের সকল জেলা কার্যালয় ও গবেষণাগারসমূহে অত্যন্ত আড়ম্বরের সাথে দিনটি পালন করা হয়।

বিশ্ব মৃত্তিকা দিবসের সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ্

প্রধান কার্যালয়ে সকল ৮টায় মানিক মিয়া এ্যাভিনিউ থেকে পদযাত্রা বা র‍্যালির মধ্য দিয়ে দিনটি শুরু হয়। কৃষি সেক্টরের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কতিপয় প্রধানগণসহ বিপুল সংখ্যক কর্মকর্তা-কর্মচারি এই র্যা লিতে অংশ নেন। দিনটি উপলক্ষে মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট সংলগ্ন আশেপাশের এলাকা প্লাকাড দিয়ে বর্ণিল সজ্জায় সজ্জিত করা হয়। সকাল ৯টায় চাপর্বের পর কৃষি খামার সড়কের মিলকী অডিটরিয়ামে শুরু হয় সেমিনার, সয়েল কেয়ার এ্যাওয়ার্ড ২০১৭ প্রদান ও আলোচনা অনুষ্ঠান। সেমিনার ও আলোচনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ্। বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (বিএআরসি) এর নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. ভাগ্য রাণী বণিক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কৃষিবিদ মোঃ আব্দুল আজিজ ও প্র্যাকটিক্যাল এ্যাকশান বাংলাদেশের কান্ট্রি ডিরেক্টর হাসিন জাহান। মূল প্রবন্ধ পাঠ করেন বিশিষ্ট মৃত্তিকা বিজ্ঞানী ও সাবেক সচিব ড. জহুরুল করিম। মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউটের পরিচালক মোঃ দেলোয়ার হোসেন মোল্লার সভাপতিত্বে আলোচনা করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. মোঃ সিরাজুল হক ও বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. মোঃ জহির উদ্দিন। এছাড়া স্বাগত বক্তব্য ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন বিশ্ব মৃত্তিকা দিবস ২০১৭ উদযাপন কমিটির আহ্বায়ক ও সদস্য সচিব যথাক্রমে ড. মোঃ মকবুল হোসেন ও ড. মোঃ আবদুল বারী।

প্রধান অতিথির বক্ততায় সিনিয়র সচিব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ্ বলেন, মাটির গুরুত্ব শুধু বাংলাদেশেই নয়, সারা পৃথিবীতে আজ বিশেষ তাৎপর্যের সাথে আলোচিত হচ্ছে। বাংলাদেশে মাটির গুরুত্ব পৃথিবীর অন্যান্য দেশের চেয়ে অনেক বেশী। কারণ আমাদের জনসংখ্যা বাড়ছে কিন্তু জমির পরিমাণ কমছে, বিশেষ করে কৃষি জমির পরিমাণ। তাই মাটির অধিক পরিচর্যা করে আমাদের কৃষির অধিক ফলন ঘটাতে হবে। তিনি আরো বলেন মাটির স্বাস্থ্য রক্ষা বিষয়ে আমাদের সচেতনতা অনেক কম। তিনি দুঃখ প্রকাশ করে বলেন, বিশ্ব মৃত্তিকা দিবসের যে প্রতিপাদ্য সেটা কজন কৃষকের কাছে আমরা পৌঁছাতে পারছি? তাই মাটি বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে তিনি সংশ্লিষ্ট সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহকে আরো সক্রিয় হওয়ার আহ্বান জানান।

বিশেষ অতিথিগণ বিশ্ব মৃত্তিকা দিবস উপলক্ষে মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়নি ইনস্টিটিউটের আয়োজনের প্রশংসা করে বলেন, এ রকম আয়োজন মানুষকে মাটি সম্পর্কে সচেতন হতে সহায়তা করবে। তারা বলেন বাংলাদেশের কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য নতুন নতুন জাত উদ্ভাবনের পাশাপাশি আমাদের মাটির স্বাস্থ্য পরিচর্যা করতে হবে। এ ব্যাপারে এসআরডিআইকে মূল ভূমিকা পালন করার কথা স্মরণ করিয়ে তারা বলেন, প্রয়োজনে এ বিষয়ে অন্যান্য সংস্থাকেও সহায়ক ভূমিকা পালন করতে হবে।

মূল প্রবন্ধে বিশিষ্ট মৃত্তিকা বিজ্ঞানী প্রফেসর ড. জহুরুল করিম বিশ্বের বর্তমান মৃত্তিকা পরিস্থিতির সবিস্তার ব্যাখা করে বাংলাদেশের মাটির বর্তমান চিত্র তুলে ধরেন। তিনি বর্তমান সরকারের উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সংগতি রেখে আগামি দিনে মৃত্তিকা পরিচর্যার বিষয়ে বেশ কিছু সুপারিশ তুলে ধরেন।

প্রফেসর ড. সিরাজুল হক ও প্রফেসর ড. মোঃ জহির উদ্দীন মূল প্রবন্ধের উপর বিস্তারিত আলোচনা করেন। সভাপতি মোঃ দেলোয়ার হোসেন মোল্লা বাংলাদেশে মাটির অম্লত্ব বেড়ে যাওয়ার প্রবণতার কথা উল্লেখ করে এ বিষয়ে জরুরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিৎ বলে মন্তব্য করেন। এরপর বিশ্ব মৃত্তিকা দিবস উপলক্ষে প্রদান করা হয় সয়েল কেয়ার এ্যাওয়ার্ড ২০১৭। শিক্ষাবিদ, বিজ্ঞানী ও কৃষিক এ তিন ক্যাটাগরিতে তিনজনকে ক্রেস্ট ও দশ হাজার টাকা সম্মামনা প্রদান করা হয়। এ বছর শিক্ষাবিদ ড. মোঃ আমিনুল ইসলাম (মরনোত্তর), বিজ্ঞানী এস এম শহীদ ও রংপুর গঙ্গাচড়ার কৃষক কবিতা বেগমকে এ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়। বিশ্ব মৃত্তিকা দিবস উপলক্ষে প্রতি বছর এ এ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হবে বলেও ঘোষণা দেয়া হয়।

বেড়ে যাচ্ছে মাটির অম্লত্ব

ড. মোঃ মকবুল হোসেন
পরিচালক,মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট

বাড়ছে মানুষ, ফলে ক্রমাগত বেড়ে চলেছে খাদ্যের চাহিদা। তার সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়াতে হচ্ছে ফসল উৎপাদন।সরকারের কৃষিনীতি, কৃষিউন্নয়ন পরিকল্পনা, গবেষণা, সম্প্রসারণ, সর্বপরি কৃষকের পরিশ্রমের ফলে এক সময়ের খাদ্য ঘাটতির এইদেশ আজ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ। ক্রমবর্ধমান ফসল উৎপাদন করতে বাড়ছে ফসলের নিবীড়তা, বাড়ছে সার, সেচ ও কীটনাশকসহ নানা প্রকার সায়নিকের প্রয়োগ।এভাবেই বাড়ছে মাটির উপর চাপ ফেলে মাটির ভৌত ও রাসায়নিক অন্যান্য গুণাগুণের মত পরিবর্তন আসছে মাটির অম্লত্বের।

মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউটের সংগৃহীত বিভিন্ন সময়ের মাটি বিশ্লেষণের তথ্যথেকে লক্ষ্য করা গেছে দেশের বিভিন্ন এলাকা দিন দিন বেড়ে চলেছে মাটির অম্লত্ব। এসআরডিআই-এর এক গবেষণায় দেখা গেছে ১৯৯৮ সন থেকে ২০১৫ সালের মধ্যে হাতিবান্ধা উপজেলার অত্যধিক অম্ল (পিএইচ ৪।৫ এর নীচে) মাটির এলাকা শতকরা ১১।৮ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে। বীরগঞ্জ উপজেলায়ও একই প্রবণতা লক্ষ্য করা গেছে। অন্য এক গবেষণায় দেখা গেছে শেরপুর জেলার নকলা উপজেলায় যেখানে ১৯৮৬ সালে মাত্র শতকরা ৬ ভাগ এলাকা ছিল অধিক অম্ল (পিএইচ ৪।৫-৫।৫), সেখানে ২০০১ সালে এর পরিমান বেড়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় ৪০ ভাগ এবং ২০১৪ সালে এর পরিমান ৬০ ভাগও ছাড়িয়ে গেছে।

অনুরুপ ভাবে দেশের উত্তর বঙ্গেও দিনে দিনে অম্লতা বেড়েই চলেছে। বিষয়টি কৃষি উন্নয়নের ক্ষেত্রে একটি সতর্ক বার্তা।এটি ভবিষ্যতের কৃষির জন্য একটি বড় ধরনের চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা দিতে পারে।

কারন, অন্যান্য গুণাগুণের সাথে মাটির অম্ল-ক্ষারমাত্রাও এর উৎপাদন ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।এটি মাটিতে পুষ্টি উপাদানের প্রাপ্যতা, ফসল উতপাদন ও ফসলের মান নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। উচ্চ অম্লতায় ফসফরাসের অভাব ও লোহার, এলুমিনিয়াম, ম্যাংগানিজের আধিক্য ফসল উৎপাদন প্রধান অন্তরায়। এক গবেষণায় দেখা গেছে এসিড সয়েলে প্রয়োগ করা ফসফরাসে ৮০ ভাগই খুব দ্রুত দুঃপ্রাপ্য যৌগে পরিনত হয়ে যায়। অন্যদিকে উচ্চ অম্লতার কারনে ক্ষতিকর ধাতু যেমন, লেড, ক্যাডমিয়াম, ক্রোমিয়াম, আরসেনিক, নিকেলের প্রাপ্যতা বেড়ে যেতে পারে এবং এ অবস্থায় প্রয়োজনীয় বেজ মেটারিয়াল না পেলে উদ্ভিদ এসব ধাতু গ্রহন করতে পারে যা ফুড চেইনে গিয়ে স্বাস্থ্য ঝুঁকি বাড়িয়ে দিতে পারে। সময় থাকতে এর প্রতিকারের ব্যবস্থা না নিলে কৃষি ক্ষেত্রে বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে। বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করে মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট শীঘ্রই এ বিষয়ে গবেষণার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

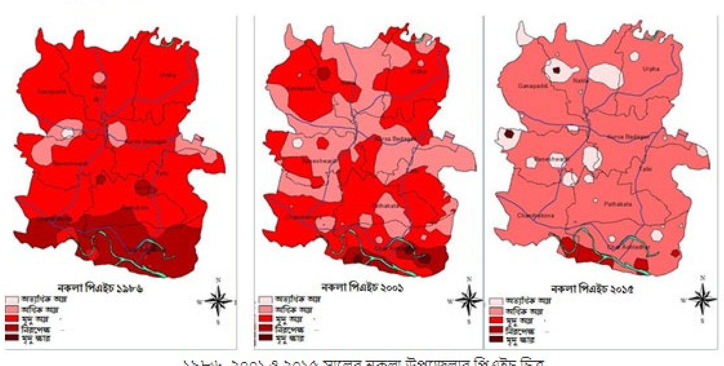

১৯৮৬, ২০০১ ও ২০১৫ সালের নকলা উপজেলার পিএইচ চিত্র

মাটিতে জৈব পদার্থের ঘাটতি পূরণে পোল্টি ম্যানিওর

ড. লুৎফর রহমান, বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা
মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, ঢাকা।

আমাদের দেশের মাটিতে জলবায়ুগত কারণেই জৈব পদার্থের পরিমাণ কম এবং দিন দিন এর পরিমাণ আরও কমে যাচ্ছে, হ্রাস পাচ্ছে মাটির উবরতা। এর প্রধান কারণ হল মাটিতে জৈব সারের ব্যবহার কম, সবুজ সারের ব্যবহার নাই বললেই চলে। আমরা একই জমিতে বছরে একের অধিক ফসল আবাদ করি। অথচ ফসলের অবশিষ্টাংশ জমিতে না পঁচিয়ে জমি থেকে সরিয়ে ফেলি। এ দেশের উঞ্চ ও আর্দ্র জলবায়ুতে ব্যবহৃত জৈব সার বা ফসলের অবশিষ্টাংশ খুব দ্রুত পঁচে যায়। যার ফলে ব্যবহৃত জৈব সারও জমিতে বেশি দিন থাকে না বা দ্রুত নিঃশেষ হয়ে যায়। এক সময় আমাদের দেশে জমিতে জৈব পদার্থের উৎস হিসাবে গোবর ব্যবহার হত। কিন্তু বর্তমানে যান্ত্রিক চাষাবাদের কারণে গবাদি পশুর সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে কমে যাচ্ছে। আবার যে পরিমাণ গোবর পাওয়া যায় তাও জ্বালানী হিসাবে ব্যবহার হচ্ছে। ফলে এখন গোবর আর জৈব সারের উৎস হিসাবে পাওয়া যাচ্ছে না। এ প্রেক্ষাপটে গোবরের পরিবর্তে পোল্ট্রি ম্যানিওর জৈব সারের একটি অন্যতম উৎস হিসাবে ব্যবহার হতে পারে।

আমাদের দেশে হাজার হাজর পোল্ট্রি খামার রয়েছে। এসব খামার থেকে প্রতিদিন বিপুল পরিমাণ পোল্ট্রি ম্যানিওর পাওয়া যায়। এসব পোল্ট্রি ম্যানিওর জৈব সার হিসাবে ব্যবহার করলে মাটিতে জৈব পদার্থের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে ও মাটির উর্বরতাও বাড়বে। পোল্ট্রি ম্যানিওর একটি উৎকৃষ্ট মানের জৈব সার। মাটিতে পোল্ট্রি ম্যানিওর প্রয়োগ করলে মাটির অম্লত্ব দূর হয় বিধায় অম্ল মাটিতে চুন প্রয়োগের প্রয়োজন হয় না । আর অম্লত্ব দূর হওয়ার কারণে অন্যান্য পুষ্টি উপাদান গ্রহণেও ফসলের সুবিধা হয়।

পোল্ট্রি ম্যানিওর প্রয়োগ করলে জমিতে প্রচুর পরিমাণ ফসফসাস সার যোগ হয়। গবেষণায় দেখা গেছে যদি কোন জমিতে বছরে হেক্টর প্রতি ১-১.৫ টন বা প্রতি শতাংশ জমিতে ৪-৬ কেজি পোল্ট্রি ম্যানিওর প্রয়োগ করা হয় তবে সে জমিতে আর বাড়তি টিএসপি সার প্রয়োগের প্রয়োজন হয় না। এছাড়া এ পরিমাণ পোল্ট্রি ম্যানিওর ব্যবহারে হেক্টর প্রতি ২০-২৫ কেজি ইউরিয়া সার জমিতে যোগ হয়। অর্থাৎ পোল্ট্রি ম্যানিওর নাইট্রোজেনেরও একটি ভাল জৈব উৎস।

প্রাকৃতিকভাবেই বাংলাদেশের অধিকাংশ এলাকার মাটি অম্লীয়। বিভিন্ন কারণে মাটিতে অম্লত্ব দেখা দেয়। যেমন, দীর্ঘদিন যাবৎ জমিতে রাসায়নিক সারের ব্যবহার, চাষাবাদের নিবিড়তা বৃদ্ধি, উচ্চ ফলনশীল ও হাইব্রিড জাতের ফসল আবাদ, অতি বৃষ্টি, মাটির বুনট, জৈব পদার্থের পঁচন এবং প্রাকৃতিক কিছু কারণেও মাটিতে অম্লত্ব দেখা দিতে পারে। মাটির অম্লত্বের বিষয়টি অনেকটা মানুষেরি এসিডিটি মত। এসিডিটি বেড়ে গেলে মানুষের যেমন খাবারে রুচি থাকে না ঠিক তেমনি মাটির অম্লত্ব বেড়ে গেলে গাছ মাটি থেকে প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান গ্রহণ করতে পারে না। অম্ল মাটিতে পরিমিত পরিমাণে সার প্রয়োগ করেও কাঙ্খিত ফলন পাওয়া যায় না। এসিডিটি হলে যেমন মানুষ এন্টাসিড জাতীয় ওষধ খেয়ে তা সারানোর জন্য চিকিৎসা করি, তেমনই মাটির অম্লত্ব দুর করার জন্য চুন জাতীয় পদার্থ প্রয়োগের প্রয়োজন পড়ে। আর পোল্ট্রি ম্যানিওরে প্রচুর পরিমাণ ক্যালসিয়াম বা চুন জাতীয় পদার্থ থাকায় এ জৈব সারের প্রয়োগ মাটির অম্লত্ব দূর হয়।

অনেকের মনে একটি বদ্ধমূল ধারণা আছে যে পোল্ট্রি ম্যানিওর মানেই হেভি মেটাল বা দূষক পদাথের পরিমাণ বেশি। যার ফলে অনেকেই মাটির দূষণের আশংকায় এ সার ব্যবহারে উৎসাহ দেখান না। অথচ মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট (এসআরডিআই) এর গবেষণায় দেখা গেছে অধিকাংশ পোল্ট্রি ম্যানিওরে হেভি মেটাল বা দূষক পদাথের পরিমাণ সরকার অনুমোদিত সর্বোচ্চ মাত্রার তুলনায় কম। পোল্ট্রি ম্যানিওরে প্রচুর পরিমাণ চুন জাতীয় পদাথ থাকে যা মাটির অম্লত্ব দূর করতে সহায়তা করে। এর পুষ্টিমানও অন্যান্য জৈব সারের তুলনায় বেশী। নিচের ছকে এসআরডিআই এর গবেষণাগারে রাসায়নিক বিশ্লেষণে প্রাপ্ত পোল্ট্রি ম্যানিওর, গোবর সার, কম্পোস্ট সার ও ভার্মি কম্পোস্টের গড় পুষ্টিমান ও দূষক পদাথের তুলনামূলক চিত্র নিচে দেয়া হলো।

প্যারামিটার	পোল্ট্রি ম্যানিওর	গোবর	কম্পোস্ট	ভার্মি কম্পোস্ট	সরকারি নির্দেশ
আদ্রতা (%)	২৫.৫	১৯.০	২৩.৭	৩৫.৭	সর্বোচ্চ ১৫-২০
পিএইচ	৮.৪	৮.১	৮.৫	৭.১	৬.০-৮.৫
জৈব কাবন(%)	১৯.৭	১৬.১১	১৮.৫	১৪.১৩	১০-২৫
নাইট্রোজেন (%)	১.২৬	১.১৫	১.৫৬	১.৩৪	০.৫-৪.০
কাবনঃ নাইট্রোজেন	১৫.৬:১	১৪:১	১১.৮৬:১	১০.৫৪:১	২০:১
ফসফরাস(%)	১.২০	০.৮৫	১.৬৬	০.৬৭	০.৫-৩.০
পটাশিয়াম (%)	১.৬৫	০.৯৭	০.৯৬	০.৬৩	০.৫-৩.০
সালফার (%)	০.২৫	০.২০	০.১৮	০.০৭	০.১-৩.৫
জিঙ্ক (%)	০.০৫	০.০২	০.০৪	০.০২	সর্বোচ্চ ০.১
কপার (%)	০.০০১	০.০০১	০.০১	০.০০	সর্বোচ্চ ০.০৫
ক্রোমিয়াম(পিপিএম)	১১.১৮	১.৩৫	১৫.৯৭	১০.০৩	৫০
ক্যাডমিয়াম(পিপিএম)	০.৪৩	০.৪৬	২.০৬	০.৮০	৫
লেড(পিপিএম)	১১.৫৩	০.০০	৮.৮৭	১.২১	৩০
নিকেল (পিপিএম)	১৪.৬৬	৪.৫৭	৮.১৪	৫.১৫	৩০

মাটিতে বোরণের ঘাটতি

কৃষিবিদ শাহ্ মো. গোলাম মওলা
ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা,বিসিএস (কৃষি)
মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, জেলা কার্যালয়, বগুড়া।

বোরণ গাছের জন্য অপরিহার্য্য একটি অনুখাদ্য উপাদান। উদ্ভিদ পুষ্টিতে রয়েছে বোরণের তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা, যেমন- এই উপাদান উদ্ভিদের ফুল-ফল ধারণ, ফুল ও কুঁড়ি ঝরা রোধ করা, উদ্ভিদের দানা বা বীজ পুষ্ট হতে সহায়তা করা , দ্রুত শিকড় গঠন ও বৃদ্ধিতে সাহায্য করা, গাছকে ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেশিয়াম সরবরাহ করতে সহায়তা করা এবং গাছের খাদ্যাবলী সংরক্ষণে এবং মাটি থেকে গাছকে বিষাক্ত দ্রব্য শোষণে বিরত রাখে।

কিন্তু বর্তমানে আমাদের দেশের মাটিতে বোরণ এর ঘাটতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। অনেক এলাকায় এই সারের ঘাটতি এখন বেশ প্রকট। বৃহত্তর দিনাজপুর, রংপুর ও বগুড়া অঞ্চলসহ দেশের মোট আবাদযোগ্য (৮৫.৬ লাখ হেক্টর) জমির প্রায় পাঁচ ভাগের এক ভাগে বোরণের ঘাটতি রয়েছে। এই ঘাটতির মূলে রয়েছে- জমিতে জৈব পদার্থের পরিমাণ কমে যাওয়া, একই জমিতে বছরে ৩/৪ টি ফসলের চাষ, অনুমান নির্ভর রাসায়নিক সারের অসম ব্যবহার, অনুখাদ্য সারের ব্যবহার না করা, জমি ও মাটির বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী ফসল নির্বাচন না করা এবং উচ্চ ফলনশীল (আধুনিক ও হাইব্রিড) জাতের ফসলের আবাদ বৃদ্ধি পাওয়া।

বোরণের অভাবে ফসলে বিভিন্ন বিরুপ প্রভাব দেখা যায়। কান্ডের বাড়-বাড়তি অংশের আগা মারা যায়, পাতার ফলকের ডগা ফ্যাকাশে সবুজ হয়, পাতা খুব পুরু হয়, কুঁকড়িয়ে যায় এবং ক্লোরোসিস সৃষ্টি হয় এবং উদ্ভিদে বিভিন্ন শারীরবৃতীয় রোগ দেখা যায় । রোগের ফলে ভুট্টার মোচায় বিক্ষিপ্ত দানা গঠন হয় অথবা একেবারেই দানা গঠন হয়না। গম, তেলজাতীয় ফসল-সরিষা, চীনাবাদাম, তিল, তিসি এবং ডাল জাতীয় মুগ, মসুর ফসলে দানা গঠন ব্যাহত হয়। ফুলকপিতে বাদামী রং ধারণ করা এবং সীমের মধ্যভাগ পচে কালো রং ধারণ করে। এ ছাড়াও আরও কিছু ফসল আলু, পেঁপে, মরিচ, শালগম, গাজর, বরবটি, করলা, কাঁকড়োল, ঝিংগা, চিচিংগা, ঢেড়শ, মূলা ইত্যাদি ফসলে বোরণ সারের অভাবে ফলন ব্যাহত হয়।

ফসলের ভাল ফলন পেতে হলে জমির বোরণ ঘাটতি অনুযায়ী সার প্রয়োগ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে বোরণ সার ব্যবহার করা যেতে পারে। বাজারে দু'রকমের বোরণ সার পাওয়া যায়-বরিক এসিড (১৭%) এবং সলুবর বোরণ (২০% বোরণ)। এগুলো বিভিন্ন ব্রান্ড নামে বাজারে রয়েছে। এ সারগুলো কেনার সময় বিক্রেতার নিকট বোরণের শতকরা হার জেনে নেওয়া ভাল। ফসল ও মাটি ভেদে শতক প্রতি ২০ গ্রাম বরিক এসিড অথবা স্প্রে হিসেবে ১-২ গ্রাম সলুবর বোরণ সার প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে ব্যবহার করা যায়। তবে সঠিক মাত্রার সারের পরিমাণ নিরূপনের জন্য মাটি পরীক্ষা করে নেওয়া দরকার। সেই সাথে জমি ও মাটির বৈশিষ্ট্য অনুসারে ফসল নির্বাচন করতে হবে। এছাড়াও বোরণ জাতীয় সারের ব্যবহারের পাশাপাশি জমিতে জৈব সারের ব্যবহারও বাড়াতে হবে। জৈব পদার্থ সমৃদ্ধ মাটিতে এসব খাদ্য উপাদানের ঘাটতি কম হয়। আশানুরুপ ফলনের জন্য অন্যান্য সারের সাথে পরিমিত মাত্রায় বোরণ সারের ব্যবহার করা উচিৎ।

মান সম্পন্ন সার ও এসআরডিআই-এর সেবা

ড. গাজী মোঃ জয়নাল আবেদীন, উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা
মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, কেন্দ্রীয় গবেষণাগার, ঢাকা।

কৃষক ভাইয়েরা যাতে গুণগত মান সম্পন্ন সার পেতে পারেন সেই লক্ষ্যে বর্তমান কৃষি বান্ধব সরকার নানামুখী উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। বিদেশ থেকে আমদানীকৃত সার বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ঢোকার পূর্বেই নমুনা সংগ্রহ করে গবেষণাগারে পরীক্ষার মাধ্যমে গুণগতমান যাচাই করা হয়। এক্ষেত্রে সরকারি বিনির্দেশ অনুযায়ী মান সম্পন্ন সারের ছাড়পত্র প্রদান করা হয়। মাঠ পর্যায়ে সারের গুণগতমান নিয়ন্ত্রণ করার জন্য প্রতিটি জেলা/উপজেলায় সার ও বীজ মনিটরিং কমিটি গঠন করা হয়েছে। এই সারের গুণগত মান নিশ্চিত করার জন্য মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট (এসআরডিআই) অতীব গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করে আসছে।

পোর্ট থেকে আমদানী করা সারের নমুনা মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউটের নির্দিষ্ট গবেষণাগারগুলোতে বিশ্লেষণ করা হয় এবং রাসায়নিক বিশ্লেষণের ফলাফল মতামত সহ কৃষি মন্ত্রণালয় ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হয়। এসআরডিআই-এর মতামতের প্রেক্ষিতে আমদানীকৃত গুণগতমান সম্পন্ন সার দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশের সুযোগ পায় । সরকার রাজস্ব বাজেট থেকে প্রতিটি উপজেলা কৃষি অফিসকে সার পরীক্ষার জন্য ন্যুনতম ৫০০০ টাকা বরাদ্দ দিয়ে থাকে। এই কর্মসূচির আওতায় কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর প্রতি বছর মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তারা মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউটের গবেষণাগারে সারের নমুনা প্রেরণ করেন এবং এসআরডিআই যথাসময়ে সার পরীক্ষা করে ফলাফল প্রেরণ করে থাকে।

পরীক্ষায় ভেজাল প্রমাণিত হলে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর আইনানুগ ব্যবস্থা নিয়ে থাকে । আইন শৃঙ্খলা বাহিনী অনেক সময় ভেজাল সন্দেহে সার আটক করে থাকে। এক্ষেত্রেও এসআরডিআই সারের নমুনা পরীক্ষা করে মতামতসহ প্রতিবেদন প্রেরণ করে। বেসরকারীভাবে সার আমদানীকারক ও উৎপাদনকারীগণও নিজস্ব উদ্যোগে এসআরডিআই-এর গবেষণাগারে সার পরীক্ষা করিয়ে থাকেন। সার বিষয়ক কারিগরী উপকমিটি নিয়মিতভাবে সারের নমুনা মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউটে প্রেরণ করে থাকে যা পরীক্ষা করে যথাসময় ফলাফল সরবরাহ করে থাকে। অনেক সময় কৃষি মন্ত্রণালয় সরাসরি সারের নমুনা সংগ্রহ করে এসআরডিআই-এর গবেষণাগারে প্রেরণ করে থাকে। এসআরডিআই দক্ষতার সাথে স্বল্প সময়ে নির্ভরযোগ্য বিশ্লেষিত ফলাফলের প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়কে সরবরাহ করে থাকে।

মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত সরেজমিনে ভেজাল সার শনাক্তকরণ প্রযুক্তিটি ইতোমধ্যে সারাদেশে ব্যপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। এই প্রযুক্তি সম্বলিত পুস্তিকাটি ব্যবহার করে সরেজমিনে একজন সম্প্রসারণ কর্মী, কৃষক বা ডিলার অতি সহজেই মান সম্পন্ন সার শনাক্ত করতে পারেন। এই পুস্তিকাটি সারা দেশে মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট বিনামুল্যে বিতরণ করে আসছে। মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট সারের গুণগত মান নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের ফলে কৃষকের কষ্টের টাকায় প্রয়োগকৃত সারের অপচয় হ্রাস পাবে, ফসলের ফলন ভাল হবে এবং সর্বোপরি মাটির স্বাস্থ্য ঠিক থাকবে।

তুলা উপযোগী এলাকা

ড. মো. আলতাফ হোসেন, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা
মৃত্তিকা ও ভূমি শ্রেণীবিন্যাস জরিপ শাখা
মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট কৃষি খামার সড়ক , ঢাকা।

মাটির ভৌত ও রাসায়নিক গুণাবলী/বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে কোন একটি ভূমি শ্রেণির জমিতে তুলা আবাদ উপযোগিতা নির্ণয় করে তুলা আবাদ করা হলে তুলার আবাদী এলাকা এবং ফলন দুটোই বৃদ্ধি করা সম্ভব। সম্প্রতি তুলা উন্নয়ন বোর্ডের উনুরধে ও আর্থিক সহায়তায় এসআরডিআই তুলা উপযোগী এলাকা চিহ্নত করে প্রতিবেদন প্রণয়নের কাজ হাতে নিয়েছে। ২০১৪-১৫ অর্থ বছর থেকে বাছাইকৃত প্রতি বছর ১০টি উপজেলার জন্য আধা বিস্তারিত মৃত্তিকা জরিপের মাধ্যমে তুলা উপযোগী এলাকা প্রতিবেদন (ডিজিটাইজড মানচিত্রসহ) প্রস্তুত করে রয়েছে। ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে মানকিগঞ্জ সদর, ইসলামপুর, নালিতাবাড়ী, মুকসুদপুর, পবা, পত্নীতলা, নাগেশ্বরী, কলারোয়া, বরিশাল সদর ও কুমিল্লা সদর দক্ষিণ উপজেলার জন্য তুলা উপযোগী এলাকা প্রতিবেদন (মানচিত্রসহ) প্রস্তুত করে তুলা উন্নয়ন বোর্ডের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

বিভিন্ন উপজেলায় ভূমি ও মৃত্তিকার বৈশিষ্ট্যের উপর তুলা উপযোগিতা নির্ভর করে। সাধারণত উত্তম এবং মাঝারি উত্তম নিষ্কাশিত উঁচু জমি মাটি তুলা উপযোগী এলাকা চিহ্নিত। তবে কিঞ্চিৎ মন্দ নিষ্কাশিত মাটিতে নিষ্কাশন নালার ব্যবস্থা করে তুলা আবাদ করা সম্ভব।

মানিকগঞ্জ সদর, ইসলামপুর, নালিতাবাড়ী, মুকসুদপুর, পবা, পত্নীতলা, নাগেশ্বরী, কলারোয়া, বরিশাল সদর ও কুমিল্লা সদর দক্ষিণ উপজেলার তুলা উপযোগী এলাকার বিসৃতি যথাক্রমে ৮৩ হেক্টর; ৩,০৩০ হেক্টর; ৭,৪০২ হেক্টর; ৫৯৯ হেক্টর; ১২,৯৮৯ হেক্টর; ৩০,২০৩ হেক্টর; ১৪,৭২৮ হেক্টর; ৬,০২০ হেক্টর; ৭৪০ হেক্টর ও ৯৬৬ হেক্টর ।

ইতোপূর্বে ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে টাংগাইল সদর, ধামরাই, কামারখন্দ, নকলা, ফুলবাড়ি, আমতলী, বীরগঞ্জ ও দশমিনাসহ ১০টি উপজেলা এবং ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে তালা, মহেশপুর, শ্রীপুর, জীবননগর, দৌলতপুর, রাণীশংকাইল, রাজাপুর, নাচোল, মধুখালী ও পলাশবাড়ীসহ ১০টি উপজেলার তুলা উপযোগী এলাকার বিসৃতি নির্ণয় করে এসআরডিআই তুলা উপযোগী এলাকা প্রতিবেদন (ডিজিটাইজড মানচিত্রসহ) প্রস্তুত করে তুলা উন্নয়ন বোর্ডের কাছে হস্তান্তর করে।

দেশের ক্রমবর্ধমান জনগোষ্ঠীর খাদ্য নিরাপত্তার পাশাপাশি বস্ত্র খাতে দেশে উৎপাদিত তুলার অবদান বৃদ্ধির সুযোগ তৈরি হয়েছে। তৈরী পোশাক খাতের এবং বস্ত্র কলসমূহের চাহিদার সিকিভাগ দেশে উৎপাদিত তুলা দ্বারা মেটানো সম্ভব হলে দেশের কষ্টার্জিত বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় হবে। এছাড়াও তুলা চাষ করে কৃষকগণ নগদ অর্থ উপার্জন করতে পারবে এতে তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থান উন্নত হবে। বিভিন্ন উপজেলায় ভূমি ও মৃত্তিকার বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে তুলা আবাদ করা হলে দেশের সীমিত ভূমি ও মৃত্তিকা সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। তুলা আবাদের ক্ষেত্রে দেশের গড় অঞ্চল এবং পাহাড় অঞ্চলকে প্রাধান্য দেয়া হলে তুলা আবাদ সম্প্রসারিত হবে।

তুলা উপযোগী এলাকা মানচিত্র এবং তুলা উপযোগী এলাকা প্রদিবেদন-এর প্রচ্ছদ

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, ২১শে ফেব্রুয়ারি উদযাপন

ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে শহীদ মিনারের উদ্দেশ্যে প্রভাতফেরি।

মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট যাথাযোগ্য মর্যাদার সাথে মাহান ২১শে ফেব্রুয়ারি ও আন্তরযাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০১৮ উদযাপন করে। এ দিন সকালে মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট-এর প্রাংগণে প্রতিষ্ঠানের পরিচালকসহ কর্মকর্তা ও কর্মচারিবৃন্দ সমবেত হন। এর পর সকাল আটটায় কেআইবি প্রাংগণে উপস্থিত হয়ে জাতীর পিতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে। পরে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে গিয়ে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

উন্নয়ন মেলা ২০১৮তে এসআরডিআই এর বিভিন্ন জেলার পুরস্কার লাভ

সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ড সম্পর্কে জনগণকে অবহিত এবং জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট প্রকল্পসমূহ ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে 'উন্নয়নের রোল মডেল, শেখ হাসিনার বাংলাদেশ' স্লোগানকে সামনে রেখে দেশজুড়ে ১১-১৩ জানুয়ারি ২০১৮ অনুষ্ঠিত হয়েছে তিন দিনব্যাপী উন্নয়ন মেলা। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে সারা দেশে একযোগে এ মেলার উদ্বোধন করেন। উৎসবমুখর পরিবেশে মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউটের স্টলগুলোতে দর্শকদের উপচে পড়া ভিড় দেখা গেছে। মৃত্তিকার বিভিন্ন মনোলিথ প্রদর্শনী, অনলাইন সার সুপারিশ,সহজে ভেজাল সার নির্ণয় পদ্ধতি, মৃত্তিকা নমুনা সংগ্রহ পদ্ধতি, সুষম সার প্রয়োগে জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করণ,মাটির গুণাগুণ বৃদ্ধিতে সবার মাঝে সচেতনতা তৈরি, বিভিন্ন লিফলেট, বুকলেট বিতরণ প্রভৃতি সেবা প্রদানের মাধ্যমে এসআরডিআই এর স্টলগুলো দারুণভাবে প্রশংসিত হয় এবং কৃষি মন্ত্রণালয়ের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাথে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে পুরস্কার লাভ করে।

উন্নয়ন মেলা ২০১৮-এ কুমিল্লা জেলার এস আর ডি আই এর স্টল পরিদর্শনে কৃষি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মোহাম্মদ মঈনউদ্দিন আবদুল্লাহ্।

ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড-২০১৭ তে মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউটের অংশগ্রহণ

জমজমাট আয়োজনের মধ্যদিয়ে ৬-৯ ডিসেম্বর ২০১৭ খ্রিঃ তারিখ বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র, ঢাকায় ০৪ দিনব্যাপী দেশের সর্ববৃহৎ তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ক মেলা 'ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড-২০১৭' অনুষ্ঠিত হয়। ৬ ডিসেম্বর 'রেডি ফর টুমরো'স্লোগানে দেশের তথ্যপ্রযুক্তির বড় এই প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন মাননীয় প্রধামন্ত্রী শেখ হাসিনা। ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড ২০১৭-এ মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউটের সর্বমোট ৪টি সেবা প্রদর্শন করা হয়। ৯ ডিসেম্বর সমাপনী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এবারের ডিজিটাল ওয়ার্ল্ডের সফল পরিসমাপ্তি ঘটে।সমাপনী অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত।

জাতীয় সবজি মেলা ২০১৮

'সারা বছর সবজি চাষে, পুষ্টি-স্বাস্থ্য-অর্থ আসে' এ প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে রাজধানীর ফার্মগেটস্থ কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশ চত্বরে ১৪-১৬ জানুয়ারি পর্যন্ত জাতীয় সবজি মেলা ২০১৮ ও সবজি প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। তিনদিনব্যাপি এ মেলার উদ্বোধন করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী শাজাহান খান এমপি এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী এমপি। তৃতীয়বারের মতো এ মেলার আয়োজন করে কৃষি মন্ত্রণালয়।

মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট মেলায় মাটির পুষ্টিমান বৃদ্ধি ও সবজি চাষে সুষম সার প্রয়োগ বিষয়ে বিভিন্ন প্রকার পুস্তিকা, লিফলেট, পোস্টার, ভিডিও, ম্যাগাজিন, উপজেলা নির্দেশিকা, আরএসএসসহ বিভিন্ন প্রতিবেদন প্রদর্শন ও বিতরণ করে। এছাড়াও মেলায় এসআরডিআই এর কৃষি সংশ্লিষ্ট নিয়মিত সেবা ও প্রযুক্তি সম্পর্কে সবাইকে অবহিত করা হয়।

মেলার স্টল পরিদর্শণকারী দর্শককে ডিজিটাল সার সুপারিশ সফ্‌টওয়ারের মাধ্যমে সার সুপারিশ কার্ড দেয়া হয়।

মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট-এর মৃত্তিকা জরিপ কার্যক্রম চলছেঃ

কৃষি উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রনয়নের জন্য মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট কর্তৃক প্রকাশিত বিভিন্ন উপজেলার ভূমি ও মৃত্তিকা সম্পদ ব্যবহার নির্দেশিকা (উপজেলা নির্দেশিকা) একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রযুক্তি হিসেবে ইতিমধ্যে উপকারভোগীদের নিকট স্বীকৃতি ও গ্রহণযোগ্যতা লাভ করেছে। এ নির্দেশিকা প্রণয়নের জন্য প্রথমে আকাশচিত্র বিশ্লেষণ করে প্রাথমিক মৃত্তিকা মানচিত্র প্রস্তুত করা হয়। পরে ঐ মানচিত্র নিয়ে বিজ্ঞানীরা মাঠ জরিপ করে মানচিত্র চূড়ান্ত করে এবং জরিপকালে মৃত্তিকা নমুনা সংগ্রহ, মৃত্তিকার ভৌত গুণাগুণ, ভূমি শ্রেণী, নিষ্কাশন শ্রেণীসহ ভূমি ব্যবহার তথ্য সংগ্রহ করে।

২০১৭-১৮ অর্থবছরে মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট ৩০টি উপজেলা মৃত্তিকা জরিপের কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। সাধারণত শুষ্ক মৌসুমে ইনস্টিটিউট-এর মাঠ পর্যায়ের বিজ্ঞানীগণ জরিপকাজে নামেন।